দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...07 JUN 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ...১ কলাম ...২...

12

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে

মোস্তাক মোবারকী

দেশে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এছাড়া মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে অধিকতর ক্ষমতা দেয়া হবে। মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনের জন্য অতিসম্প্রতি এতদসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

সূত্র জানায়, উনিশ শ' একাত্তর সালে আইপিজিএমআর সকল পর্যায়ের মেডিক্যাল ও নন-মেডিক্যাল শিক্ষকদের এক সেমিনারে সর্বসম্মতিক্রমে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য উনিশ শ' আটাত্তর সালে সরকারী ঘোষণা দেয়া হয়। উনিশ শ' আটাশি সালে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকেও ঐ ঘোষণার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বাংলাদেশ মেডিক্যাল শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন তাদের তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানায়। তিনি অদূরভবিষ্যতে দেশে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

মেডিক্যাল

(প্রথম পাতার পর)

চেয়ারম্যান প্রফেসর এম, সামসুল হককে চেয়ারম্যান এবং তিনজন এমপি, তিনজন উপাচার্য, দু'জন সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা, চারজন ডীন, চারজন শিক্ষাবিদ, দু'জন মেডিক্যাল শিক্ষক প্রতিনিধি, দু'জন বিএমএ প্রতিনিধি ও অন্যান্য পেশার সদস্য সমন্বয়ে পঁচিশ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি দেশে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহের স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য গত মার্চ মাসে সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করে।

কমিটির সুপারিশে বলা হয় যে, ঢাকা বা তার আশপাশে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সকল ধরনের মেডিক্যাল শিক্ষা, গবেষণা ও সর্বাধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। তবে কেন্দ্রীয় ক্যাম্পাসে শুধুমাত্র স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষা গবেষণা ও রোগ চিকিৎসার মান সর্বাধুনিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আনতে বৈদেশিক আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। সেই লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের সহযোগিতা ও ঐ দেশসমূহের বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি ও অন্যান্য সাহায্য চাওয়ার জন্য শুরুতেই সরকারের উদ্যোগ নেয়া একান্ত আবশ্যক।

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এ রকম উন্নত দেশের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুপারিশে উল্লেখ করা হয় যে, নীতি নির্ধারণ, কারিকুলাম প্রণয়ন, শিক্ষার মান নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদান প্রভৃতির জন্য দেশের সকল সরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ক্যাম্পাস হিসাবে গণ্য হবে। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহকে প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান প্রয়োজন। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউটগুলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সুপারিশে আরও বলা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর ও প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর এবং সিনেট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের প্রথম সদস্যগণ এবং এর পর যে সকল ব্যক্তি অনুরূপ কর্মকর্তা বা সদস্য হবেন, তারা যতদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন কিংবা অনুরূপ সদস্য থাকবেন ততদিন তাদের নিয়ে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা থাকবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নিজে বা তাঁর মনোনীত একজন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর থাকবেন। একই সঙ্গে ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, কোষাধ্যক্ষ, অনুষদের ডীন, রেজিস্ট্রার, মহাবিদ্যালয় পরিদর্শক, প্রক্টর, হিসাব পরিচালক, উন্নয়ন পরিচালক, ছাত্র উপদেশ পরিচালক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী, চিকিৎসা কর্মকর্তা, শরীরচর্চা পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারী থাকবেন।

সুপারিশে উল্লেখ করা হয় যে, ভাইস চ্যান্সেলর নির্ধারিত শর্তে চার বছরের জন্য চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। তিনি একজন শনামধন্য চিকিৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানী হবেন। চ্যান্সেলর একটি বাছাই কমিটি কর্তৃক মনোনীত তিনজনের একটি প্যানেল হতে একজনকে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করবেন। ঐ কমিটির চেয়ারম্যান *থাকবেন প্রধান বিচারপতি। সদস্য থাকবেন পিএসসির চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, বিএমডিসি-এর চেয়ারম্যান। সদস্য সচিব থাকবেন চ্যান্সেলরের সেক্রেটারি।*